দৈনিক সংবাদ 27
... 05 JUN 1994 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯৭২–এর ৩১শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে বক্তব্য রাখছেন চ্যান্সেলর ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। মঞ্চে উপবিষ্ট তৎকালীন উপাচার্য কাজী ফজলুর রহিম। —সংবাদ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

একুশ বছর পর সমাবর্তন আজ

।। সুদীপ্তদাস ।।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ) ঃ সমাবর্তন অনুষ্ঠান। চ্যান্সেলরের হাত থেকে সমাবর্তনের পোশাক পরে এ অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট নেয়ার স্বপ্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ডিগ্রিধারী প্রত্যেক ছাত্রই দেখে থাকেন। কিন্তু স্বাধীনতা–পরবর্তী সময়ে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার পর ক্ষমতার ঘনঘন পালাবদল ও দেশের গদিতে চেপে বসা স্বৈরাচারের কারণে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনসমূহ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল সমাবর্তন নামের এ সুন্দর অনুষ্ঠান।

'৯০–র সফল গণঅভ্যুত্থানের পরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের আমলে বেশ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সমাবর্তন। তারই রেশ ধরে আজ ৫ই জুন ময়মনসিংহে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের কোলে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার ২১ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় সমাবর্তন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬৮ সালের ২৮শে মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম সমাবর্তনে সার্টিফিকেট হস্তান্তর করেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২–এর ৩১শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে সার্টিফিকেট হস্তান্তর করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সাজ–সাজ রব। সকল দেয়াল লিখন মুছে ফেলা হয়েছে। যে সকল স্থানে পূর্বে আবর্জনার স্তূপ পড়ে থাকত সে সকল স্থান এখন ঝকঝকে তকতকে। পূর্বের সমাবর্তন মন্ডপটি খোলা আকাশের নিচে হওয়াতে আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে সমাবর্তনের স্থান নির্ধারিত হয়েছে ২২০০ আসনবিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন' মিলনায়তন। প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে মিলনায়তন। সমাবর্তনের বাজেট ধরা হয়েছে দশ লাখ টাকা।

ইতিমধ্যে ১৯৬১ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি চ্যান্সেলরের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সরকারপ্রধান বেগম খালেদা জিয়ার ওপর।

এদিকে খালেদা জিয়ার আগমনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষদ জোরদার করেছে তাদের ন্যায্য দাবি–দাওয়ার আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ এবং কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদে বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস নেই। ক্যাডার সার্ভিস চালুর ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা যাতে সমাবর্তনে দেয়া হয় সেজন্য উপাচার্যের নিকট ছাত্রছাত্রীরা দাবি জানিয়েছে এবং এ দাবির সমর্থনে ক্যাম্পাসে প্রতিদিন মিছিল–মিটিং হচ্ছে। কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ক্যাডার সার্ভিসের ব্যাপারে ঘোষণা দেয়াতে কর্তৃপক্ষ যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সমাবর্তন অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭৩ সালের ২৬শে এপ্রিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর গ্রাজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তিনি তখন দেশের সরকারপ্রধান। খালেদা জিয়া দ্বিতীয় সরকারপ্রধান হিসেবে ক্যাম্পাসে আসছেন, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দু'টি অনুষদের ক্যাডার সার্ভিসের ব্যাপারে ঘোষণা যাতে দেন সে দাবি বিশ্ববিদ্যালয়েরসকলের।

এ সমাবর্তনে ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত ১২৪৮ জনকে ১৯৮৭ সালে ২৪১ জন এসএসসি ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং এ পর্যন্ত পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত ২৫ জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট দেয়া হবে। বিএসসি ও এসএসসি সার্টিফিকেটের জন্য তিনশ' পঞ্চাশ টাকা এবং পিএইচডি সার্টিফিকেটের ফি ধরা হয়েছে চারশ' টাকা।

১৯৭২ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্তদেরকে সমাবর্তনে অন্তর্ভুক্ত না করায় তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ঐ গ্রাজুয়েটদের সার্টিফিকেট গেল বছর প্রদান করা হয়। সে সময় ছাত্রছাত্রীরা বলেছিলেন, নিম্নমানের এবং বেসাইজের কাগজে সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। এমনকি সার্টিফিকেট হস্তান্তর করেছিলেন একজন কেরানি। নিদেনপক্ষে রেজিস্ট্রার যেন সার্টিফিকেট ছাত্রদের নিকট হস্তান্তর করেন তার দাবি ছাত্রছাত্রীরা জানালেও তা উপেক্ষিত হয়েছিল। এবার সমাবর্তনে তাদের অন্তর্ভুক্ত না করে কর্তৃপক্ষ বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন বলেও উল্লেখ করেছেন উল্লিখিত সময়েডিগ্রিপ্রাপ্তরা।

ছাত্র সংগঠনগুলোর ভাবনা

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম–ই) সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু সাঈদ কামাল বাচ্চু বলেছেন, ছাত্রলীগ প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাম্পাসে স্বাগত জানায়, তবে ছাত্র–ছাত্রীদের ন্যায্য দাবির ব্যাপারে ঘোষণা না হলে এটি শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠানই হবে।

ছাত্রদল সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন চঞ্চল দীর্ঘদিন পর সমাবর্তন হচ্ছে তাই এটিকে সার্থক করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সেই কাছেপ্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নতুন হল করাসহ ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য দাবির ব্যাপারে ঘোষণা দেয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট উপরোক্ত দাবিগুলো পূরণের পাশাপাশি ছাত্র সমাজের দশ দফার ব্যাপারে ঘোষণা দাবি করেছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সমস্যা সমাধানে নতুন বাস দেয়ারও দাবি জানিয়েছেন সংগঠন দু'টির নেতৃবৃন্দ।

উপাচার্য ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুক বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পর সমাবর্তন হচ্ছে, আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করি সকলের সহযোগিতায় এটিকে একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত করতে পারব।'

১৯৭২ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত গ্রাজুয়েটদের প্রশ্নে তিনি বলেছেন সকলকে, একত্রিত করে (২২ বছরের গ্রাজুয়েট) বৃহৎ একটি অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয় বিধায় তাদেরকে ডাকা সম্ভবপর হয়নি। তাছাড়া ইতিমধ্যে তাদের সার্টিফিকেট দেয়া হয়ে গেছে।

❑ মামা–ভাগ্নে

জিল্লুর রহমান খান

ময়মনসিংহঃ মামার প্রায় সাড়ে ২১ বছর পর ভাগ্নে সমাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। আজ ৫ই জুন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় সমাবর্তন অনুষ্ঠান শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় উপাচার্য ছিলেন ডঃ কাজী ফজলুর রহিম। এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪/৫ জন উপাচার্য দায়িত্ব পালন করে গেছেন, কিন্তু সমাবর্তন হয়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সমাবর্তন হয়নি। অনেক শিক্ষার্থীর ভাগ্যে জুটেনি সমাবর্তনের মাধ্যমে মূল সনদগ্রহণ করা।

১৯৯৩ সালের ২৩শে আগষ্ট সাবেক উপাচার্য ডঃ কাজী ফজলুর রহিম সাহেবের ভাগ্নে প্রফেসর ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রফেসর ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের এক বছরের মধ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।